



93842 - যবে ব্যক্ৰ্তি ফজরে ওয়াক্ত হয়নি মনে করে স্ত্রী সহবাস করছে।

প্রশ্ন

আমি যখন স্ত্রী-সহবাস করছি তখন আমি জানতাম না যে, ফজরে আযান হয়ে গেছে। আমি এটি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল আরও কয়েক মিনিট পর পাঁচটা বাজে আযান দবিবে। কিন্তু পরবর্তীতে পরিস্কার হয়েছে যে, পাঁচটা বাজার ১৫মিনিট আগাই আযান দিয়ে। এক্ষেত্রে সমাধান কি? আমি ও আমার স্ত্রীর উপর কি কাফফারা ওয়াজবি। উল্লেখ্য, সহবাস আমাদের উভয়ের সম্মতক্রমে হয়েছে। আমরা সবমোটর ২৪ ঘন্টা পূর্বে সফর থেকে ফরিছি। তখনও নামাযের সময়সূচী আমাদের জানা হয়নি। আমরা পৌঁছার দ্বিতীয় দিনে হঠাৎ করে রমযানের ঘোষণা পয়েছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি আপনাকে যতোভাবে উল্লেখ করেছেন সতোভাবে হয়ে থাকবে; তাহলে আপনাদের উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়। কেননা যে ব্যক্ৰ্তি ফজর হয়নি মনে করে কোন রোযা ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, তখন ফজর হয়ে গিয়েছিল; সক্ষেত্রে আলমেদের দুটো অভিমতের মধ্যে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী রোযাটির কাযা নই। চাই সেই রোযা ভঙ্গকারী বিষয়টি পানাহার হোক কিংবা সহবাস হোক।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন: আমি পছন্দ করছি যে, সহবাস, খাওয়া ও পান করা এবং রোযা ভঙ্গকারী অন্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো তিনটি শর্ত পূরণ হওয়া ছাড়া কোন ব্যক্ৰ্তির রোযাকে ভঙ্গ করবে না:

১। রোযাদারের জানা থাকতে হবে যে, এটি রোযা ভঙ্গকারী; অন্যথায় রোযা ভঙ্গ হবে না। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর এ ব্যাপারে তোমরা কোনও অনচ্ছিকৃত ভুল করলে তোমাদের কোনও অপরাধ নই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ) / আর আল্লাহ ক্শমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আহযাব, আয়াত: ৫]

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: “হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি বস্মিত হই কিংবা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে শাস্তি দিবেনা।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬] তখন আল্লাহ তাআলা বললেন: আমি সটোই করলাম।

এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আমার উম্মত থেকে ভুল ও বস্মিত এবং যে ক্শেত্রে তাদেরকে জবরদস্তি করা হয় সটোর গুনাহ উঠিয়ে নয়ো হয়েছে।”



অজ্ঞেয়ব্যক্তির ভুলকারী। যহেতে সবে যদি জানত তাহলে সটে কীরত না। সুতরাং অজ্ঞেয়ব্যক্তি যদি অজ্ঞেয়তাবশতঃ কোন রোযা ভঙ্গকারী বিষয় করে ফলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। তার রোযা পরিপূর্ণ ও সঠিক; চাই তার সবে অজ্ঞেয়তা হুকুম সম্পর্কে হোক কিংবা সময় সম্পর্কে হোক।

সময় সম্পর্কে অজ্ঞেয়তার উদাহরণ হলো: সবে ধারণা করেছে যে, এখনও ফজররে ওয়াক্ত হয়নি; তাই সবে খাবার গ্রহণ করেছে। তার রোযা সহি।

২। রোযাদারের জ্ঞেয়তারে বিষয়টি ঘটা; যদি বিস্মৃতবিশতঃ হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

৩। রোযাদার স্বচেছায় সটেকিরা। যদি তার অনচ্ছায় সটে ঘটে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/২৮০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখকে প্রশ্ন করা হয়েছিলি: জনকৈ ব্যক্তি নিব-বিবাহিত। সেই ব্যক্তি শিষে রাতে এই ভবে স্ত্রী সহবাস করেছে যে, এখনও রাত বাকী আছে। এর মধ্যে নামাযের ইকামত দয়া হয়। এ ব্যাপারে আপনারা কবিবলবেন? তার উপর কবিতাবে?

তিনি জবাব দেন: “তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না; পাপও না, কাফফারাও না, কাযাও না। কনেনা আল্লাহ তাআলা বলেন: এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস কর। তাদের সাথে অর্থাতঃ স্ত্রীদের সাথে।

এবং তিনি বলছেন: আর তোমাদের কাছে কালো রাখা থেকে প্রভাতের সাদা রাখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাতঃ রাতের অন্ধকার চলে গিয়ে ভোরের আলো উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর। [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

তাই খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা এ তিনটি সমান। এ তিনটির মধ্যে পার্থক্য করার পক্ষে কোন দলিলি নই। এ প্রত্যেকেটি রোযার নিষিদ্ধ বিষয়। এর কোনটি যদি অজ্ঞেয়তা বা বিস্মৃতির অবস্থায় ঘটে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।” [সমাপ্ত]

এর মাধ্যমে পরিস্কার হয়ে গেলে যে, আপনাদের উভয়ের উপর কোন কিছু বর্তাবে না; না রোযাটিকাযা করা, আর না কাফফারা। এই হুকুম সক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি আপনারা সেই দিনেরে রোযা রাখেন। যদি আপনারা সেই দিনেরে রোযা না রাখেন এই ভবে যে, সহবাসের কারণে আপনাদের রোযা ভঙ্গে গেছে; সক্ষেত্রে আপনাদের উপর রোযাটির কাযা করা ছাড়া অন্য কিছু আবশ্যিক হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।